REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর

সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৪৭ ইংরাজী 29th May 1940 | ৩য় সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য /১০ দুই পয়সা বাংসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সস্তর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন:—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

নূতন বীমা

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

চলতি বীমা	...	১৬	কোটি	৩৪ লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল	...	২	,,	৯৬ লক্ষের	,,
মোট সংস্থান	...	৩	,,	৩৬ ,,	,,
প্রিমিয়াম আয়	...	...	...	৭৪ ,,	,,
দাবী শোধ	...	১	কোটি	৮৫ ,,	,,

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি:—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ:—২৬৪, ২৬৫, ২৬৬ বংশাল রোড, নবাবপুর ঢাকা, সরারগঞ্জ, মজফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

[আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।]

দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৪৭ সাল

সম্রাটের মঙ্গল কামনা

ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গনে

গত ২৬শে মে রবিবার প্রাতে স্থানীয় ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গনে ছোটবড় রাজকর্ম্মচারীগণ হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনা করিয়া ভগবৎ সমীপে বর্ত্তমান মহাসমরে মহামান্য সম্রাটের জয় কামনা করিয়াছিলেন।

হরি সংকীর্ত্তন

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনধারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে স্থানীয় অধিবাসীগণ সমবেত হইয়া মহাসমরে সম্রাটের বিজয় কামনা করিয়া ৺হরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রহরাধিক কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রঘুনাথগঞ্জে ও জঙ্গিপুরে অন্যান্য দেবালয়গুলিতে সেবাইতগণ বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করিয়া শাস্ত্রীয় প্রথানুসারে সংকল্প করিয়া সম্রাটের বিজয় কামনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

মসজিদে প্রার্থনা

জঙ্গিপুর মহকুমার নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ সমবেত হইয়া বর্ত্তমান মহাসমরে যাহাতে ভারত সম্রাট শত্রু বিজয়ে সক্ষম হন—এই উদ্দেশে নমাজ করিয়াছিলেন।

রহমানপুর মসজিদে

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত রহমানপুরে মহম্মদ ইশা খাঁ সাহেব ও মৌলবী মহম্মদ সইদ সাহেবের উদ্যোগে উক্ত পল্লীর অধিবাসীগণ নমাজান্তে সকাতরে খোদাতালার নিকট মহামান্য সম্রাটের বিজয় প্রার্থনা করেন।

গন্ধেশ্বরী পূজা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও রঘুনাথগঞ্জে বারোয়ারী ৺গন্ধেশ্বরী মাতার পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গুরুপদ দত্ত ও শ্রীমান্ রামপদ চন্দ্র মহাশয়দ্বয়ের ৺গন্ধেশ্বরী মাতার পূজা খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পূজোপলক্ষে এক রাত্রি কৃষ্ণযাত্রা ও দুই রাত্রি রঘুনাথগঞ্জ রক্ষাকালী অপেরা পার্টির যাত্রা গান হইয়াছিল। বিসর্জ্জনের রাত্রিতে ব্যাণ্ড ব্যাগ পাইপ বাদ্য এবং ছোকরা নাচ ও সাঁওতাল নাচসহ প্রতিমা সহর প্রদক্ষিণ করে। ভাগীরথী নদীর তীরে নানাপ্রকার আতস বাজী পোড়ান হইয়াছিল।

মির্জ্জাপুরে নূতন হাট

দফরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার দাস মহাশয় মির্জ্জাপুর গ্রামে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে জেলাবোর্ডের রাস্তার ধারে তাঁহার "হালদার দীঘি" নামক সুবৃহৎ জলাশয়ের পারে একটী তরি-তরকারী ও মৎস্য বিক্রয়ের হাট বসাইয়াছেন। প্রত্যহ হাটে বহু ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম হইতেছে এবং রকমারী দ্রব্যাদি আমদানী হইতেছে। বিক্রেতা ও পসারীগণের থাকিবার জন্য সুরম্য গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত আছে।

উক্ত হাটে ৺গন্ধেশ্বরী মাতার পূজা যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূজা উপলক্ষে নানাবিধ নাচগানের ব্যবস্থা ছিল।

আই-এ, পরীক্ষায় প্রাইভেট ছাত্রীর সাফল্য

স্বর্গীয় উকিল মুকুন্দলাল সরকার মহাশয়ের কন্যাদ্বয় শ্রীমতী গৌরী সরকার ও শ্রীমতী বাসন্তী সরকার আই-এ, পরীক্ষায় প্রাইভেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে। শ্রীমতীগণের জ্যেষ্ঠ সহোদর জঙ্গিপুর হাই-স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ সরকার মহাশয় ইহাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

রাহাজানি

গোরাবাজারের দুইজন গাড়োয়ান কান্দী প্রভৃতি স্থান হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া লইয়া গত পূর্ব্ব শনিবার যখন গোরাবাজার আসিতেছিল সেই সময় রাত্রিতে বাগ-বাড়ী নামক স্থানে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত গাড়োয়ানদ্বয়কে আক্রমণ করিয়া মারপিট এবং তাহাদের নিকট টাকা কড়ি যাহা ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়াছে, আহত গাড়োয়ানদের মধ্যে একজন কান্দী হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

সেসনের বিচার

গত পৌষ মাসে বাঘডাঙ্গা অম্বরপুর গ্রামের সলিমুদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে গলায় ক্ষুর দিয়া কাটিয়া ফেলার অভিযোগে আজিমদ্দি নামক এক ব্যক্তি সেসন সোপর্দ্দ হইয়াছিল। গত শুক্রবার এডিসনাল সেসন জজ মহোদয় জুরিগণের সহিত একমত হইয়া আসামীকে খালাস দিয়াছেন।

মোটর দুর্ঘটনা

গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় দুমকা রামপুরহাট রাস্তায় পাতাবাড়ী নামক স্থানে ই-আই রেল রোড কো-অর্ডিনেট মোটর বাস রামপুরহাট হইতে যাত্রীসহ দুমকা আসিবার সময় একটী পুলের নিকট একখানি গরুর গাড়ীকে বাঁচাইতে যাইয়া বাসখানি ভীষণ জোরে ঐ পুলে ধাক্কা খায়। ফলে ২৫ জন আরোহীসহ গাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া উল্টাইয়া পুলের নীচে পড়িয়া যায় ও অধিকাংশ যাত্রী আহত হয়। গাড়ীতে কতকগুলি লবণ ও চাউলের বস্তা থাকায় পিছনের আরোহীগণ আরও বেশী আঘাত পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বাসের কণ্ডাক্টার আহত হয় নাই। সে একখানা সাইকেলে করিয়া দুমকা ই, আই, আর অফিসে এই খবর দিলে সেখান হইতে গাড়ী আসিয়া রাত্রিতেই সেই আহত যাত্রীদিগকে হাসপাতালে পৌঁছায়। আহত যাত্রীদের পাঁচ জনের অবস্থা নাকি গুরুতর। ঐ বাসের চালক বৈদ্যনাথ মিস্ত্রী নামক জনৈক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পাট ও চটের ন্যূনতম ও সর্ব্বোচ্চ মূল্য

পাট ও চটের অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির জন্য পাট ও চটের ফাটকা বাজারের সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া এক অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে। ১৮ই মে কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত শাসন আইনের ৮৮ ধারার (১) উপবিধির প্রদত্ত ক্ষমতার বলে বাঙ্গালার গবর্ণর এই অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। ইহা সমগ্র বাঙ্গালায় প্রযোজ্য হইবে এবং অনতিবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে।

এই অর্ডিন্যান্সে চারশত পাউণ্ডের ওজনের পাটের গাঁইটে সর্ব্বনিম্ন দর ৬০৲ ও সর্ব্বোচ্চ দর ৯০৲ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কম বা বেশী দরে কেহ পাট ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারিবে না।

প্রতি গজ চটের নীট ওজন ৮ আউন্স সহ ৪০ ইঞ্চি প্রশস্ত ১০০ গজ চটের সর্ব্বনিম্ন দর ১৩৲ ও সর্ব্বোচ্চ দর ২১৲ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাট ও চটের ফাটকার জন্য ব্যবহৃত যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া চুক্তিপত্রাদি পরীক্ষা করিবার জন্য অর্ডিন্যান্স প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে ইন্সপেক্টার নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অর্ডিন্যান্সের বিধান অমান্য করিয়া যদি কোন ব্যক্তি পাট ও চট সম্পর্কে চুক্তি করে, তাহা হইলে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

লাইব্রেরী ট্রেণিং সম্পর্কে মহিলাদের উৎসাহ

চারিজন বাঙালী ছাত্রী ভর্ত্তি

অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের একাধিক পাব্লিক লাইব্রেরীতে মহিলা লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেননা বঙ্গীয় লাইব্রেরীয়ানশীপের জন্য যে ট্রেণিং ক্লাস খোলা হইয়াছে সম্প্রতি তাহাতে চারিজন বাঙালী মহিলা ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও মহিলা ভারতবর্ষে উক্ত ট্রেণিং গ্রহণ করেন নাই।

বঙ্গীয় লাইব্রেরী সমিতির সভাপতি মিঃ মুনীন্দ্রদেব রায় ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংএ একটী ট্রেণিং ক্লাসের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

শিশু-সদন ও প্রসূতি কল্যাণ কেন্দ্র

দার্জ্জিলিংয়ে সরকারের ৪৮০৲ টাকা দান

দার্জ্জিলিংয়ে বর্ত্তমান শিশু-সদন ও প্রসূতি কল্যাণ কেন্দ্রের কিছুপরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাঙালা সরকার এককালীন ৪৮০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আগামী ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতনে একজন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিদর্শকের পদও সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সাহায্য কতকগুলি চুক্তিতে প্রদত্ত হইয়াছে।

চাউলের ন্যায্য মূল্য নির্দ্ধারণ প্রচেষ্টা

ভারত গভর্ণমেণ্ট যাহাতে চাউলের ন্যায্য মূল্য স্থির করিতে এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হন, তদুদ্দেশ্যে ভারতের চাউলের ন্যায্য মূল্য কি হওয়া উচিত তৎসম্পর্কে সাময়িক সিদ্ধান্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার বিশেষজ্ঞগণের এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন।

মিঃ এইচ, জে, টুয়াইনাম

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত

স্যার ফ্যান্সিস্ উইলির অনুপস্থিতিতে মিঃ হেন্‌রী জোসেফ টুয়াইনাম অস্থায়ীভাবে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্ণরের কাজ করিবেন।

সিমলা হইতে গত ৮ই মে তারিখে প্রকাশিত একটী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে—

"মহামান্য স্যার ফ্রান্সিস্ উইলি, কে-সি-এস-আই, সি-আই-ই, আই-সি-এস কে ভারতের বাহিরে যাওয়ার জন্য ১৯৪০ সালের ১লা জুন হইতে চারি মাসের ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে মহামান্য সম্রাট বর্ত্তমানে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মি॰

এইচ, জে, টুয়াইনাম, সি-এস-আই, সি-আই-ই, আই-সি-এস, মহোদয়ের অস্থায়ীভাবে মধ্য-প্রদেশ ও বেরারের গভর্ণরের পদে নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছেন।

হায়দারাবাদ ও বেরারের মহামান্য নিজাম বাহাদুরের সহিত এই নিয়োগ সম্পর্কে পরামর্শ করা হইয়াছে।"

মিঃ টুয়াইনাম গত ১৯৩০ সালের ২৪শে অক্টোবর ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন পদে কাজ করিয়া গত ১৯৩২ সালে তিনি "রাজনৈতিক" ও "নিয়োগ" বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বৎসরই তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই অল্প কালের জন্য চীফ সেক্রেটারীরূপে কাজ করিবার জন্য তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কিছু দিন ধরিয়া কমিশনার ও চীফ সেক্রেটারীরূপে কাজ করেন। স্যার জি, পি, হগ, কে-সি-আই-ই, আসামের অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত হইলে তিনি চীফ সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন এবং ১৯৩৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই সময় তিনি আসাম গভর্ণরের দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হন এবং উক্ত পদ তিনি ১৯৩৯ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকেন। তদবধি তিনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও প্রচার বিভাগের সেক্রেটারীরূপে কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন।

দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত বিদ্যালয়

কর্ম্মচারীদের ট্রেণিং ব্যবস্থা

বাঙ্গালা দেশে পশু পালন ও দুগ্ধ হইতে ঘৃত, মাখন ইত্যাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে কর্ম্মচারীদের ট্রেণিং দেওয়ার আবশ্যকতা গভর্ণমেণ্ট বহুদিন যাবত স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। ১৯৩৮ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বাঙ্গালার বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মহোদয় ঢাকায় দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছেন। ইহা ঢাকার কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা। ঢাকার কৃষি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে।

পশু পালন ও দুগ্ধ হইতে নানা প্রকারের জিনিষ প্রস্তুতের ব্যাপারে বাঙ্গালা দেশকে তাহার নিজস্ব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহার সমাধান বাঙ্গালা দেশকেই করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশে উপযোগী পশু-খাদ্য আবাদ করা একটী প্রধান সমস্যা। বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ার জন্য এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গোচারণ মাঠ বা পশু-খাদ্য আবাদের অনুপযুক্ত। ইহা ছাড়া শুধু জমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় খাদ্য-শস্য ও অর্থকরী ফসলের আবাদ ছাড়িয়া লোকে পশু-খাদ্য আবাদ করা পছন্দ করে না। বাঙ্গালা দেশের পশু-সম্পদ অতি অপ্রচুর। এদেশে পশু উৎপাদন দ্বারা পশু-সম্পদ সৃষ্টি করিবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশে প্রতি বৎসর বাঙ্গালার বাহির হইতে বহু লক্ষ টাকার পশু আমদানী করিয়া থাকে। চাষীরা যে গাভী পালন করে তাহার গড়পড়তা দুধের পরিমাণ অতি অল্প, এমন কি সে গাভীর অবস্থা এমন যে উহাকে লালন পালন করা লাভজনক হয় না।

কতকগুলি কর্ম্মচারীকে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত শিক্ষা দিয়া বিভিন্ন জেলার লোকদিগকে এই সমস্যা সমাধানে সহায়তা করিবার জন্যই ঢাকায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিবার পর ১২ জন সহকারী পশুপালন কর্ম্মকারীকে পুঁথিগত ও হাতেকলমে উভয়বিধ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই সব কর্ম্মচারী কৃষিক্ষেত্রের মধ্যেই থাকিত এবং সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করিত। তাহাদিগকে পশু পালন ও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত যাবতীয় জিনিষ তৈয়ারীর সর্ব্ববিধ উপায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহারা জেলায় জেলায় পশু-পালনের, দুগ্ধের জিনিষাদি তৈয়ারী ব্যাপারে ও পক্ষী-পালন সম্বন্ধে উন্নতিমূলক কার্য্য করিবার উপযোগী হইয়াছে। পুঁথিগত শিক্ষার পর্য্যায় অত্যন্ত ব্যাপক ছিল এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল—

(১) পশু-পালন ব্যাপারে প্রজনন ও অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পাইবার সম্বন্ধে।

(২) ক্ষেত্র কর্ষণ সম্বন্ধে চাষ ও তাহার আনুসঙ্গিক যাবতীয় কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ফসল কর্ত্তনের কাজ পর্য্যন্ত।

(৩) শাবকের জন্ম হইবার পূর্ব্ব হইতে উহা পুনরায় কার্য্যোপযোগী হওয়া পর্য্যন্ত কিরূপে পশুকে খাওয়াইতে হয় এবং দুগ্ধ বেশী হওয়ার জন্য পশুকে কিরূপ খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

(৪) গরু ও মহিষের দুগ্ধ দোহন করিয়া ঐ দুগ্ধ হইতে মাখন, ঘৃত, ছানা, দধি প্রভৃতি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়।

(৫) দুগ্ধে কিম্বা দুগ্ধজাত দ্রব্যে ভেজাল বাহির করিবার প্রণালী।

(৬) চাষের যন্ত্রাদির ব্যবহার।

(৭) পক্ষী-পালন, ডিম উৎপাদন ও পক্ষীর খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি।

হাতেকলমে শিক্ষা

গাভীর দুগ্ধ দোহন করণ, দুগ্ধ পৃথক করণ, মাখন, ঘি, ছানা, দধি প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, পশুর খাদ্য সরবরাহ, ভূমি চাষ করা, চাষীর যন্ত্রাদির ব্যবহার, পশুর খাদ্য আবাদ করা ইত্যাদি।

সহকারী পশু-পালন কর্ম্মচারী ব্যতীত তাহাদের অধীনে প্রত্যেক জেলায় নিয়োগের জন্য ষ্টকম্যানদিগকে দুই মাস ট্রেণিং দেওয়া হইয়াছে তাহারা পরিশ্রমী অথচ হীনাবস্থায় রক্ষিত ষাঁড়ের তত্ত্বাবধান করিবে, ষাঁড়ের প্রজনিত শাবকের সংখ্যা নির্ণয় করিবে, চাষীদিগকে পশু-খাদ্য উৎপাদনের উপদেশ দিবে এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের উন্নততর উপায় শিক্ষা দিবে। ঢাকা কৃষি-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্রদিগকেও পশু-পালন, দুগ্ধ হইতে বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত প্রণালী ও পক্ষীপালন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ঐ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উপায়ে ঘি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতে পরীক্ষামূলক কার্য্য পরিচালনের জন্য একজন রাসায়নিক এবং একজন নানাপ্রকার পীড়া বীজাণুবিদ্ নিয়োগ করা হইয়াছে। আশা করা যায় এই সব ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গালা দেশে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি সাধিত হইবে।

—বাঙ্গার কথা।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সাহা আমাদের এজমালি খাতকগণের নিকট এজমালি পাওনা টাকা আদায় করিয়া লইয়া আমাকে উক্ত টাকার অংশ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। আমরা এজমালি পাওনা আদায় জন্য জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সদানন্দ চক্রবর্ত্তীকে এজমালি কর্ম্মচারী বাহাল করিয়াছিলাম। উক্ত সদানন্দ চক্রবর্ত্তী ব্যতীত আর কেহ আমাদের এজমালি কর্ম্মচারী নাই। যদি কোন খাতক আমাদের এজমালি পাওনা উক্ত সদানন্দ চক্রবর্ত্তী ব্যতীত অন্য কাহাকেও আদায় দেন তাহা হইলে তিনি তাহা তাহার দেয় টাকা হইতে আমার অংশ মজুরা পাইবেন না।

শ্রীনকড়িলাল সাহা
সাং জঙ্গিপুর।

তহশীলদার আবশ্যক

কোটালপুকুর ওয়াকফ এষ্টেটের ও মনাকশা এষ্টেটের মালদহ, মুর্শিদাবাদের মহালের জন্য উপযুক্ত কতকজন তহশীলদারের প্রয়োজন। আগামী ৩১শে আষাঢ় মধ্যে আবেদনকারীগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিজ যোগ্যতার বর্ণনাসহ আবেদন করিতে পারেন।

সেক্রেটারী
কোটালপুকুর ওয়াকফ এষ্টেট
পোঃ কোটালপুকুর
(এস, পি,)

AN APPEAL

The war is giving rise to many calls for war services, for succour of the wounded and blinded, for alleviating hardships of troops and sea-men, and for the relief of afflicted civilian populations.

The Bengal War Purposes Fund embraces all these objects. I think those who have so generously contributed and appeal to all in Bengal to take their share in the struggle for humanity by giving liberally to the Fund, for whichever of its purposes commends itself most to the donor.

J. A. Herbert.
Governor of Bengal.

তিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা দুই আনা।

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	।৵০
" ৪০ "	॥০
ভর্ত্তি বহি	।৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।৵০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	১৲০

পিওন-বুক

ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ-সালিশী বোর্ড ও অন্যান্য অফিসের জন্য পিওন-বুক রাখা হইয়াছে। সুদৃশ্য চামড়ার দ্বারা বাঁধা। মূল্য বড় ৸০ আনা, ছোট ॥০ আনা।

ফরম সাপ্লাইং এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সকল প্রকার গ্রামোফোন মেসিন ও রেকর্ড

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ডি, পি, গাঙ্গুলী

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া আনুন।

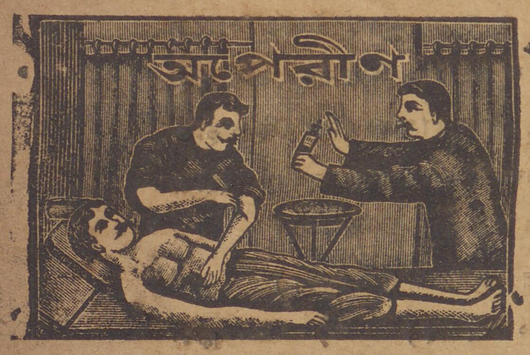

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর!

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১৷৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ—ভাইট্যালী—

বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি **মরা মানুষ বাঁচাইতে** পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১৷৶০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বিরায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্ন-দোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।